শুভরাত্রি

পরিচালক : সুশীল মজুমদার

30-3-56

মুভীস্ক্রীন লিমিটেড-এর নিবেদন

শুভরাত্রি

প্রযোজনা : দীনেন্দ্রনাথ মল্লিক
কানাই মুখার্জ্জি

পরিচালক : সুশীল মজুমদার
সঙ্গীত পরিচালনা : গোপেন মল্লিক

কাহিনী : শৈলেশ দে
চিত্রনাট্য ও সংলাপ : মনোজ ভট্টাচার্য্য

চিত্রশিল্পী : রামানন্দ সেনগুপ্ত
শব্দযন্ত্রী : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক : দুলাল দত্ত
শিল্পনির্দ্দেশক : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

কারুশিল্পী : সুবোধ দাস
আলোকশিল্পী : প্রভাস ভট্টাচার্য্য
প্রধান কর্ম্মসচিব : কানাইলাল মুখার্জ্জি
রূপশিল্পী : মনতোষ রায়

ব্যবস্থাপনা : রণজিৎ চক্রবর্ত্তী
স্থির চিত্র : টেক্‌নিকা
রূপসজ্জা : বরেন দত্ত
গীতিকার : প্রণব রায়, হীরেন বসু

প্রচার পরিচালনায় : মুভী-এ্যাডস্

দ্বিজেন চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে গৃহীত রবীন্দ্রনাথের দু'খানি গান
"রঙ লাগালে বনে বনে কে" আমি জ্বালবোনা মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি"

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এল, এম, দত্ত, দেওজী ভাই, ইয়াট ক্লাব, হোটেল মেট্রোপোল, নৈনীতাল মিউনিসিপ্যালিটি, গ্লোব নার্শারী

সহকারীগণ : পরিচালনায় : ননী মজুমদার, সুশীল বিশ্বাস, বি, চন্দর চিত্রশিল্পে : দীনেন গুপ্ত, সৌম্যেন্দু রায় সম্পাদনায় : তপেশ্বর প্রসাদ, হরিনারায়ণ মুখার্জ্জি, শব্দ-যন্ত্রে : দেবেশ ঘোষ, মৃণাল গুহঠাকুরতা সঙ্গীতে : জানকী দত্ত শিল্প-নির্দ্দেশে : সন্তোষ রায়চৌধুরী, আলোক শিল্পে : কৃষ্ণধন চক্রবর্ত্তী, ভবরঞ্জন পাল, ব্যবস্থাপনায় : যোগেশ বসাক রূপায়ণে—সুচিত্রা সেন, সবিতা চ্যাটার্জ্জি, সুপ্রভা মুখার্জি, রাজলক্ষ্মী (বড়), বসন্ত চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, কানু ব্যানার্জ্জি প্রশান্তকুমার, বীরেন চ্যাটার্জি, নৃপতি চ্যাটার্জ্জি, হরিধন, বেচু সিংহ, ননী মজুমদার, রবীন ঘোষ, আলোক চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণ ব্যানার্জি, চিত্রিতা দেবী, শান্তা, সীমা, লীলা, লক্ষ্মী, ভুটী, রুমা, পান্নালাল চক্রবর্ত্তী, সুধীর রায়চৌধুরী, ফণী চক্রবর্ত্তী, নৃপেন, ধীরেশ, শৈলেন, অচ্যুৎ ও ভানু বন্দোপাধ্যায়।

টেকনিসিয়ান্স্ স্টুডিওতে
আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

একমাত্র পরিবেশক

আর বি মেহতা কর্ত্তৃক
বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ লিঃ-এ পরিস্ফুটিত

গীতা পিকচার্স লিমিটেড

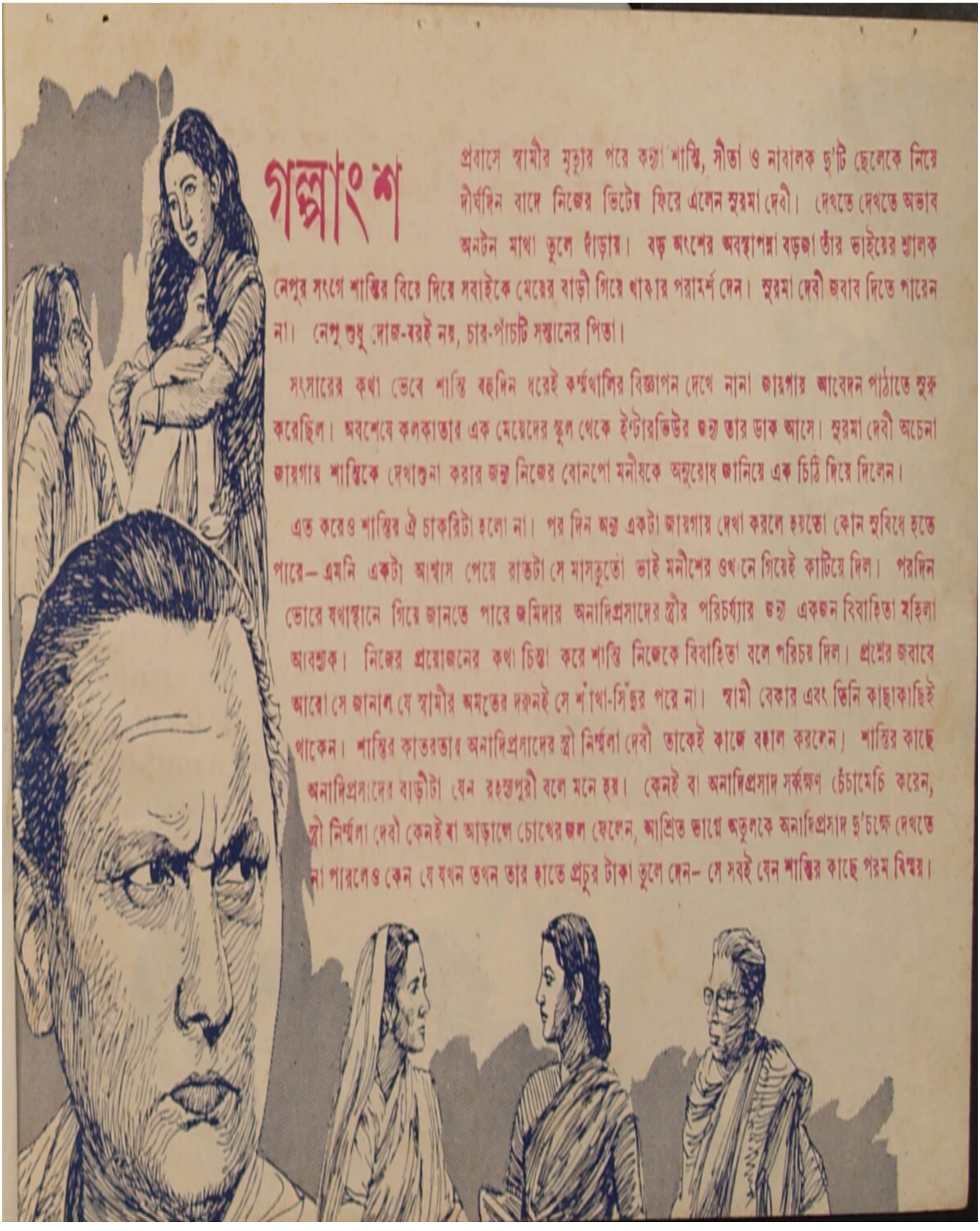

গল্পাংশ

প্রবাসে স্বামীর মৃত্যুর পরে কন্যা শান্তি, সীতা ও নাবালক দু'টি ছেলেকে নিয়ে দীর্ঘদিন বাদে নিজের ভিটেয় ফিরে এলেন সুরমা দেবী। দেখতে দেখতে অভাব অনটন মাথা তুলে দাঁড়ায়। বড় অংশের অবস্থাপন্ন বড়জা তাঁর ভাইয়ের শ্যালক নেপুর সংগে শান্তির বিয়ে দিয়ে সবাইকে মেয়ের বাড়ী গিয়ে থাকার পরামর্শ দেন। সুরমা দেবী জবাব দিতে পারেন না। নেপু শুধু দোজ-বরই নয়, চার-পাঁচটি সন্তানের পিতা।

সংসারের কথা ভেবে শান্তি বহুদিন ধরেই কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে নানা জায়গায় আবেদন পাঠাতে সুরু করেছিল। অবশেষে কলকাতার এক মেয়েদের স্কুল থেকে ইণ্টারভিউর জন্য তার ডাক আসে। সুরমা দেবী অচেনা জায়গায় শান্তিকে দেখাশুনা করার জন্য নিজের বোনপো মনীষকে অনুরোধ জানিয়ে এক চিঠি দিয়ে দিলেন।

এত করেও শান্তির ঐ চাকরিটা হলো না। পর দিন অন্য একটা জায়গায় দেখা করলে হয়তো কোন সুবিধে হতে পারে—এমনি একটা আশ্বাস পেয়ে রাতটা সে মাসতুতো ভাই মনীশের ওখানে গিয়েই কাটিয়ে দিল। পরদিন ভোরে যথাস্থানে গিয়ে জানতে পারে জমিদার অনাদিপ্রসাদের স্ত্রীর পরিচর্য্যার জন্য একজন বিবাহিতা মহিলা আবশ্যক। নিজের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে শান্তি নিজেকে বিবাহিতা বলে পরিচয় দিল। প্রশ্নের জবাবে আরো সে জানাল যে স্বামীর অমতের দরুনই সে শাঁখা-সিঁদুর পরে না। স্বামী বেকার এবং তিনি কাছাকাছিই থাকেন। শান্তির কাতরতায় অনাদিপ্রসাদের স্ত্রী নির্ম্মলা দেবী তাকেই কাজে বহাল করলেন। শান্তির কাছে অনাদিপ্রসাদের বাড়ীটা যেন রহস্যপুরী বলে মনে হয়। কেনই বা অনাদিপ্রসাদ সর্ব্বক্ষণ চেঁচামেচি করেন, স্ত্রী নির্ম্মলা দেবী কেনই বা আড়ালে চোখের জল ফেলেন, আশ্রিত ভাগ্নে অতুলকে অনাদিপ্রসাদ দু'চক্ষে দেখতে না পারলেও কেন যে যখন তখন তার হাতে প্রচুর টাকা তুলে দেন— সে সবই যেন শান্তির কাছে পরম বিস্ময়।

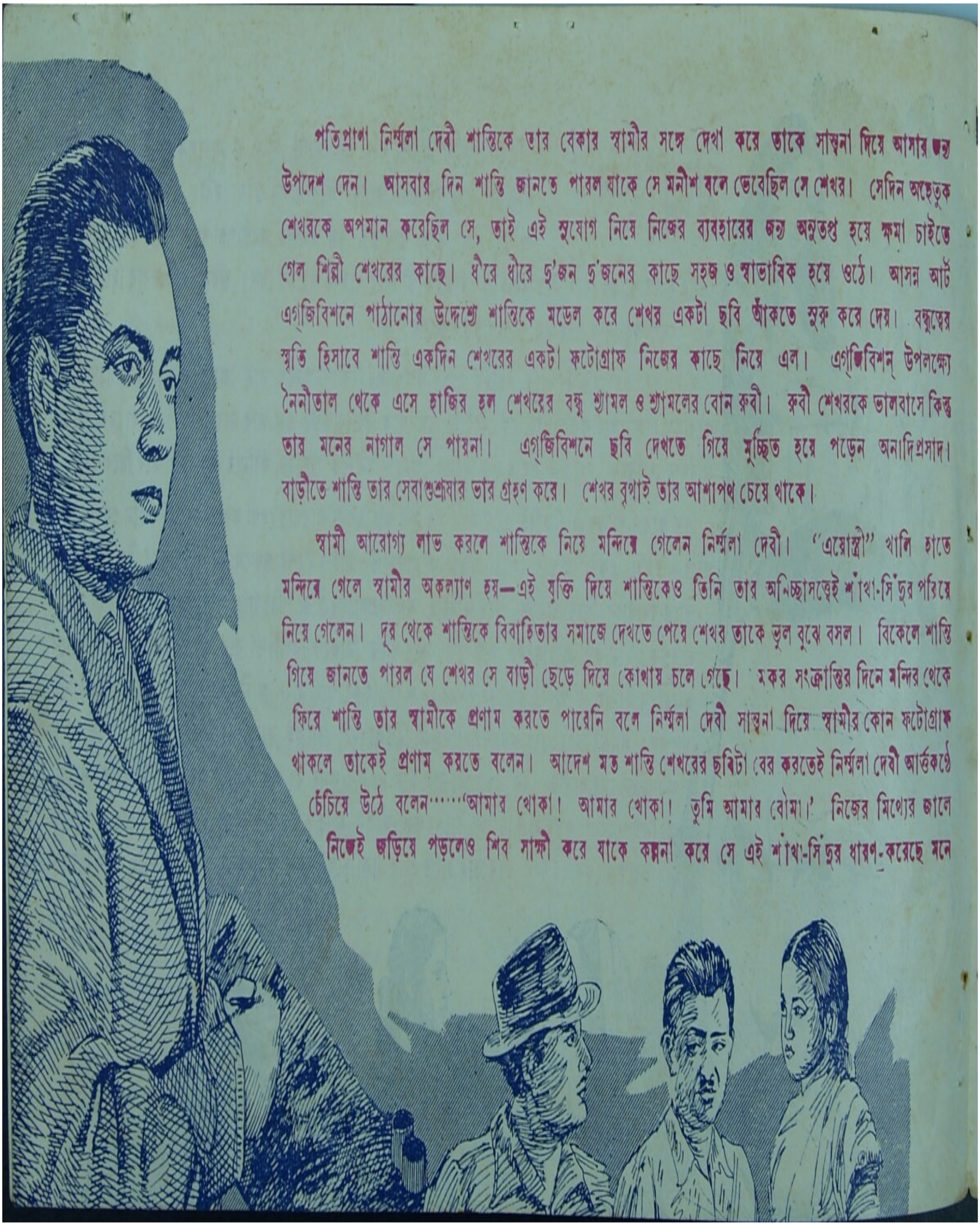

পতিপ্রাণা নির্ম্মলা দেবী শান্তিকে তার বেকার স্বামীর সঙ্গে দেখা করে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে আসার জন্য উপদেশ দেন। আসবার দিন শান্তি জানতে পারল যাকে সে মনীশ বলে ভেবেছিল সে শেখর। সেদিন অহেতুক শেখরকে অপমান করেছিল সে, তাই এই সুযোগ নিয়ে নিজের ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইতে গেল শিল্পী শেখরের কাছে। ধীরে ধীরে দু'জন দু'জনের কাছে সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। আসন্ন আর্ট এগ্‌জিবিশনে পাঠানোর উদ্দেশ্যে শান্তিকে মডেল করে শেখর একটা ছবি আঁকতে সুরু করে দেয়। বন্ধুত্বের স্মৃতি হিসাবে শান্তি একদিন শেখরের একটা ফটোগ্রাফ নিজের কাছে নিয়ে এল। এগ্‌জিবিশন্ উপলক্ষ্যে নৈনীতাল থেকে এসে হাজির হল শেখরের বন্ধু শ্যামল ও শ্যামলের বোন রুবী। রুবী শেখরকে ভালবাসে কিন্তু তার মনের নাগাল সে পায়না। এগ্‌জিবিশনে ছবি দেখতে গিয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন অনাদিপ্রসাদ। বাড়ীতে শান্তি তার সেবাশুশ্রূষার ভার গ্রহণ করে। শেখর বৃথাই তার আশাপথ চেয়ে থাকে।

স্বামী আরোগ্য লাভ করলে শান্তিকে নিয়ে মন্দিরে গেলেন নির্ম্মলা দেবী। "এয়োস্ত্রী" খালি হাতে মন্দিরে গেলে স্বামীর অকল্যাণ হয়—এই যুক্তি দিয়ে শান্তিকেও তিনি তার অনিচ্ছাসত্ত্বেই শাঁখা-সিঁদুর পরিয়ে নিয়ে গেলেন। দূর থেকে শান্তিকে বিবাহিতার সমাজে দেখতে পেয়ে শেখর তাকে ভুল বুঝে বসল। বিকেলে শান্তি গিয়ে জানতে পারল যে শেখর সে বাড়ী ছেড়ে দিয়ে কোথায় চলে গেছে। মকর সংক্রান্তির দিনে মন্দির থেকে ফিরে শান্তি তার স্বামীকে প্রণাম করতে পারেনি বলে নির্ম্মলা দেবী সান্ত্বনা দিয়ে স্বামীর কোন ফটোগ্রাফ থাকলে তাকেই প্রণাম করতে বলেন। আদেশ মত শান্তি শেখরের ছবিটা বের করতেই নির্ম্মলা দেবী আর্ত্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠে বলেন……'আমার খোকা! আমার খোকা! তুমি আমার বৌমা।' নিজের মিথ্যের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়লেও শিব সাক্ষী করে যাকে কল্পনা করে সে এই শাঁখা-সিঁদুর ধারণ করেছে মনে

মনে তাকে অস্বীকার করতে পারেনা, স্বামী ব'লে মেনে নেয়। নির্দিষ্ট পুত্রকে সাহায্য করার নামে ভাগ্নে অতুল একদিন ধাপ্পা দিয়ে বহু টাকা নিয়েছে একথা বুঝতে পেরেই অনাদিপ্রসাদ অতুলকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। বটকৃষ্ণের সাহায্যে নানা জায়গায় খোঁজ খবরাদি নিতে নিতে অতুল ক্রমশঃ শান্তির পরিচয় সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠল। এদিকে নৈনীতালে রুবীর প্রেরণায় শেখর আবার নতুন করে ছবি আঁকতে গিয়ে অন্যমনস্কভাবে শান্তির ছবিই এঁকে ফেলল। চোখের জল গোপন করে রুবী সে ছবিই দিল্লী আর্ট এগ্‌জিবিশনে পাঠিয়ে দিল—শেখরের ছবি প্রথম স্থান অধিকার করল।

বটকৃষ্ণ খোঁজ পেল শেখর নৈনীতালে আছে। মামাকে খুসী করতে পারলে অতুল আবার এ বাড়ীতে ঠাঁই পেতে পারে মনে করে "পিতা অসুস্থ" বলে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিল। এদিকে অনাদিপ্রসাদ তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি পুত্রবধূ শান্তিকে উইল করে দিলেন।

তার পেয়েই শ্যামল ও রুবীকে নিয়ে শেখর চলে এল। পিতার প্রশ্নের জবাবে নিজের বিয়ের কথায় দৃঢ়ভাবে সে প্রতিবাদ জানাল। সত্যতা প্রমাণের জন্য অনাদিপ্রসাদ সদলবলে পুত্রবধূর ঘরে গেলেন, কিন্তু তাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। নিজের আঁকা শান্তির একটা ছবির দিকে নজর পড়তেই শেখর চমকে উঠ্‌ল। রুবী এসে শেখরের হাত ধরল। শেখর, রুবী, শান্তি—কার জীবনে এল

স্বপ্নমধুর শুভরাত্রি? রূপালী পর্দ্দা দেবে

এই প্রশ্নের জবাব!

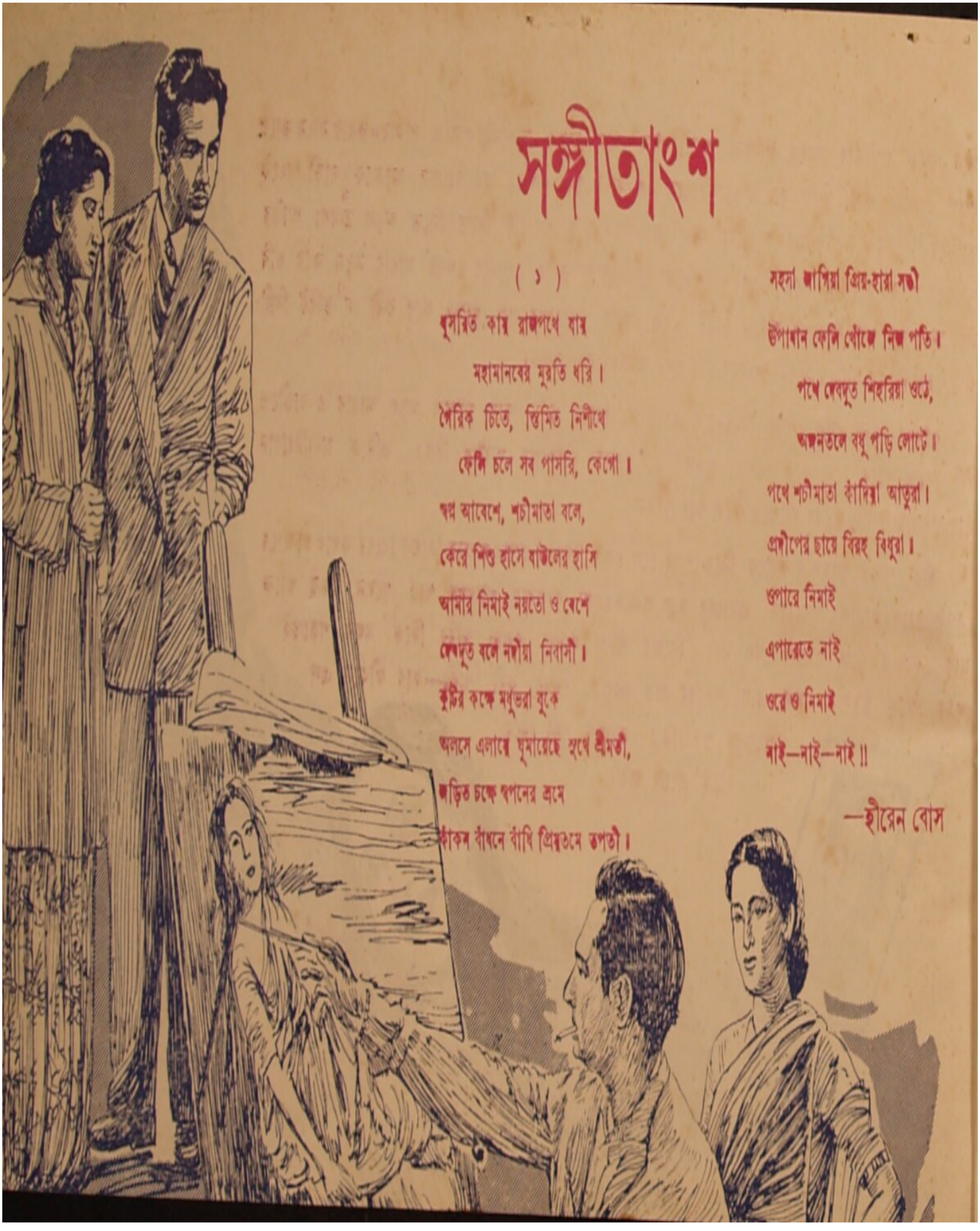

সঙ্গীতাংশ

(১)

ধূসরিত কায় রাজপথে যায়
মহামানবের মুরতি ধরি।
পৈরিক চিতে, স্তিমিত নিশীথে
কেলি চলে সব পাসরি, কেগো।
স্বপ্ন আবেশে, শচীমাতা বলে,
কেরে শিশু হাসে বাউলের হাসি
আমার নিমাই নয়তো ও বেশে
দেশদুত বলে নদীয়া নিবাসী।
কুটির কক্ষে মধুভরা বুকে
অলসে এলায়ে ঘুমায়েছে সুখে শ্রীমতী,
জড়িত চক্ষে স্বপনের ভ্রমে
কাঁকন বাঁধনে বাঁধি প্রিয়তমে তপতী।

সহসা জাগিয়া প্রিয়-হারা সতী
উপাধান ফেলি খোঁজে নিজ পতি।
পথে দেবদূত শিহরিয়া ওঠে,
অঙ্গনতলে বধূ পড়ি লোটে।
পথে শচীমাতা কাঁদিয়া আতুরা।
প্রদীপের ছায়ে বিরহ বিধুরা।
ওপারে নিমাই
এপারেতে নাই
ওরে ও নিমাই
নাই—নাই—নাই॥

—হীরেন বোস

(২)

রঙ লাগালে বনে বনে কে।

ঢেউ জাগালে সমীরণে কে।

আজ ভুবনের দুয়ার খোলা, দোল দিয়েছে বনের দোলা,

দে দোল, দে দোল, দে দোল—

কোন ভোলা সে ভাবে ভোলা খেলায় প্রাঙ্গনে প্রাঙ্গনে কে।

আন্ বাঁশি, আন্‌রে তোর আন্‌রে বাঁশি—

উঠল সুর উচ্ছ্বাসি ফাল্গুন বাতাসে।

আজ সে ছড়িয়ে শেষ খেলাকার কান্নাহাসি

আন্ বাঁশি।

সন্ধ্যা শেষের বুক-ফাটা সুর বিদায় রাতি করবে মধুর,

মাতল আজি অস্ত সাগর সুরের প্লাবনে

প্লাবনে কে।

—রবীন্দ্রনাথ

(৩)

মায়াবী চাঁদ, মাধবী রাত, উতলা বায়।

কী বেন সুর, লেগেছে আজ, মনোবীণায়।

একটু সুর একটি গান

ভোলার মন ভোলার প্রাণ,

আজ গোলাপ, পাপড়ী তার মেলিতে চায়।

সব অতীত, আজ রাতে, মুছিয়া যাক।

স্বপ্নময় একটি রাত জীবনে থাক।

মালা যদি নাই বা পাই,

একটি ফুল তাই কুড়াই।

পরাণে মোর অলস ডোর কে গো জড়ায়।

—প্রণব রায়

(৪)

আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি।

আমি শুনব বসে আঁধার ভরা গভীর বাণী।

আমার এ দেহ মন মিলায়ে যাক নিশীথ রাতে।

আমার লুকিয়ে ফোটা এই হৃদয়ের পুষ্পপাতে

থাকনা ঢাকা মোর বেদনার গন্ধখানি।

আমার সকল হৃদয় উধাও হবে তারার মাঝে

যেখানে ঐ আঁধার বীণায় আলো বাজে।

আমার সকল দিনের পথ খোঁজা এই হল সারা

এখন দিক্ বিদিকের শেষে এসে দিশাহারা

কিশের আশায় বসে আছি অভয় মানি।

—রবীন্দ্রনাথ

1956

আগামী চিত্রার্ঘ্য !

মুভীস্ক্রীন লিমিটেড-এর নিবেদন

সুচরিতা

শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে গঠন পাথ

কাহিনী- ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত

পরিচালনা- সুশীল মজুমদার

পরিবেশক ঃ গীতা পিকচার্স লিমিটেড

গীতা পিকচার্স লিমিটেড ৬, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত এবং ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, ১৫৭এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩ হইতে মুদ্রিত